মা, মা, মা
এবং
বাবা

CS CamScanner

মা, মা, মা
এবং
বাবা

শারয়ী সম্পাদনা

শাইখ আহমাদুল্লাহ

সংকলন ও সম্পাদনা

আরিফ আজাদ

সম্পাদকের কথা

সমকালীন প্রকাশন-এর প্রকাশক একদিন আমাকে তাদের একটি বই সম্পাদনা করে দেওয়ার জন্য বললেন। বই সম্পাদনা করা যে কী পরিমাণ ঝামেলার কাজ—সেটা আমি কিছুটা হলেও তখন বুঝতে শিখেছি। একটি বই সম্পাদনা করা একটি নতুন বই লেখার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৌলিক একটি বই লেখার চেয়ে সম্পাদনা ঢের শক্ত কাজ; কিন্তু সমস্যা হলো, আমি যে তাদের মুখের উপর 'না' বলে বসব, সে উপায়টাও নেই। কারণ, আলোচ্য বইয়ের পেছনে একটি স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বেদনাবিধুর স্মৃতি। এই বইটি প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল দেশের প্রথিতযশা প্রকাশনী 'সরোবর প্রকাশন' থেকে। বইয়ের প্রাথমিক খসড়া দাঁড় করিয়েছিলেন *বাক্সের বাইরে* এবং *তত্ত্ব ছেড়ে জীবনে*'র মতো দূর্দান্ত বইয়ের লেখক শরীফ আবু হায়াত অপু ভাই, যিনি আবার *পড়ো* বইয়ের মতো পাঠকনন্দিত বইয়েরও সম্পাদক। অপু ভাইয়ের সাথে সহযোগী হিসেবে ছিলেন আমাদের সময়কার অন্যতম সুলেখক আরমান ইবন সুলায়মান ভাই। সে যাহোক, এরপর একদিন হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল 'সরোবর প্রকাশন'। মার্কেটে আসা বন্ধ হয়ে গেল *পড়ো, ফেরা* এবং *বাক্সের বাইরে*।

একদিন জানতে পারলাম *পড়ো* এবং *ফেরা* নতুন করে বাজারে আসছে। কে আনছে? 'সমকালীন প্রকাশন'। যাক, আলহামদু লিল্লাহ; বইগুলো নতুন করে বাজারে আসছে দেখে আমি বেশ আপ্লুত হলাম।

যে বইটির কথা বলছি, এই বইটির স্বপ্ন দেখেছিল সরোবর পরিবার। বইটির স্বপ্নদ্রষ্টা শরীফ আবু হায়াত অপু ভাই। 'সরোবর' এবং 'অপু ভাই' তখন আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। এই লোকটিকে দেখতে দেখতেই তো আমরা দ্বীনে

এসেছি। এই লোকটির কাছ থেকেই শেখা, দ্বীনে ফেরার পরে কীভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পথ পাড়ি দিতে হয়। অপু ভাই আমাদের জীবনে একটি বাতিঘরের মতো। তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা, আমাদের ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু।

দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলাম। *মা, মা, মা এবং বাবা* আমিই সম্পাদনা করবো। এখনো মনে আছে আমার, এক সন্ধ্যেবেলা অপু ভাইয়ের বাসায় অপু ভাইয়ের সাথে আলাপ করছিলাম। তিনি বললেন, 'আরিফ, তোমার *প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ* কত মানুষের কাছে পৌঁছেছে? মানে, কত কপি সেল হয়েছে?'

আমি মিনমিন করে বললাম, 'হবে হয়তো পঞ্চাশ হাজারের মতো।'

ভাইয়া তখন আমার দিকে সুদৃঢ় এক চাহনি দিয়ে বললেন, 'তোমার বইটি যদি পঞ্চাশ হাজার মানুষের নিকট পৌঁছায়, এই বইটি (*মা, মা, মা এবং বাবা*) এক লাখ মানুষের নিকট পৌঁছানো উচিত। এটি সেরকম একটি বই।'

ভাইয়া আরও বললেন, 'এই বইটি পড়ে কাঁদবে না, আবেগাপ্লুত হবে না—এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। আমি যখন এই বইটি নিয়ে কাজ করি, একবার এতই আবেগী হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি অফিস থেকে এসে গরম পানি করে আমার আম্মার পা ধুইয়ে দিয়েছিলাম। আমার আম্মা কতজনের কাছে যে করেছে সে গল্প! তিনি বলতেন, 'আমার অপু আমার পা ধুইয়ে দেয়।' তো এটি সেরকম একটি বই। বইটি যে একবার পড়বে, তার বাবা-মা যদি বেঁচে থাকে, সে বাবা-মা'র প্রতি এমন অনুগত হয়ে যাবে যে, যা সে কোনোদিন কল্পনাও করেনি। আর, যাদের বাবা-মা বেঁচে নেই, তারা তাদের বাবা-মা'র জন্য সালাতে দাঁড়িয়ে হুঁহুঁ করে কাঁদবে।'

আমি অপু ভাইয়ের কথাগুলো মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে শুনছিলাম। এতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে যখন অপু ভাই বলেন, তখন সেটা অবশ্যই অবশ্যই ভিন্নরকম কিছু। মা, মা, মা এবং বাবা বইটি সম্পাদনার আগ্রহ আমার তখন আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

এরপরের মাসের কথা। সবে বইটির ফাইল নিয়ে বসলাম। গল্পগুলোর সম্পাদনা করতে গিয়ে এমন হচ্ছিল, আমার চোখের পানিতে ল্যাপটপের কী-বোর্ড ভিজে যাচ্ছে। চোখটা বার বার ঝাপসা হয়ে উঠছে। আমার তখন মনে হচ্ছিল, আমি এক্ষুনি উড়াল দিয়ে আমার মা'র কাছে চলে যাই। গিয়ে তাঁর পা ধরে বসে থাকি। এ যাবৎকালের সমস্ত অন্যায়, অবিচার আর অবাধ্যতার জন্য মাফ চাই...আমার মন চাচ্ছিল, আমি

মায়ের চিঠি

প্রিয় খোকা,

বেশ কিছুদিন ধরে তোমার কথা খুব মনে পড়ছে। ঘুরেফিরে কেবল পুরোনো দিনের স্মৃতিগুলোই চোখের সামনে ভেসে উঠছে বার বার। তখন সময়টা ছিল বিয়ের প্রায় বছর দেড়েক পর। একজন নারী তার জীবনে সবচেয়ে প্রিয় যে সংবাদ পেতে পারে, সেই সংবাদ আমিও পেয়েছিলাম। তুমি জানো, কী ছিল সেই সংবাদ—যা আমাকে জীবনের পরম আনন্দে ভাসিয়েছিল? সেটা ছিল তোমার অস্তিত্বের সংবাদ। আমাকে বলা হয়েছিল, আমার গর্ভে তুমি এসেছ। বাবা আমার, আমি তোমাকে কোনোভাবেই সেই মুহূর্তের কথা বলে বোঝাতে পারবো না। আমার গর্ভে তোমার অস্তিত্বের সংবাদ যে আমাকে কী রকম আনন্দের প্লাবনে ভাসিয়েছে—সেটা তুমি কোনোদিনও বুঝবে না।

তারপর অনেকগুলো সপ্তাহ কেটে গেল। আমার শরীরে আস্তে আস্তে পরিবর্তন আসতে লাগল। শরীরের এই পরিবর্তনের সাথে সাথে আমি ভয়ও পাচ্ছিলাম। কারণ, আমি যা-ই খেতাম তা-ই বমি হয়ে যেত। প্রচণ্ড দুর্বলতা এসে আমার শরীরে ভর করতে লাগল। তুমি বড় হওয়ার সাথে সাথে আমার শরীরও দিন দিন বড় হতে লাগল। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তুমি গর্ভে আসার পর আমার শারীরিক দুর্বলতা, অসহনীয় ব্যথা, খেতে বা ঘুমোতে না পারা সত্ত্বেও যতই দিন গড়াচ্ছিল, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা ততই বেড়ে চলছিল।

আমার ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্নে সবখানে শুধু তুমি আর তুমি। এভাবে দিনগুলো সপ্তাহ আর সপ্তাহগুলো মাসে পরিণত হতে লাগল। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আমিও যেন ভারী

CamScanner

হয়ে গেলাম। আমি এত বেশিই ভারী হয়ে উঠলাম যে, কোথাও বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। বেশিক্ষণ হাঁটতে পারতাম না। এরপর এমন একটা সময় এলো যখন আমি চিং হয়ে ঘুমাতেও পারতাম না। কেন জানো? কারণ, তোমার ওজন আমার বুকে প্রচণ্ড ব্যথা তৈরি করত। তাই আমি পাশ ফিরে ঘুমাতাম। তবুও আমার ভেতরে একটা ভয় কাজ করত। ভাবতাম, পাশ ফিরে ঘুমাতে গিয়ে আবার তোমার গায়ে কোনো আঘাত লাগে কি না! তোমার কোনো ক্ষতি হয়ে যায় কি না সারাক্ষণ এই ভয় আমার ভেতরে কাজ করত। এই আশংকা নিয়েই কত রাত আমার নির্ঘুম কেটে গেছে—তুমি জানো না। কত বিচিত্র আর ভালোলাগার ছিল সেই প্রহরগুলো।

এভাবেই দিন যত যাচ্ছিল, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা তত বাড়ছিল। তোমার প্রতি আমি আরও বেশি মনোযোগী, আরও বেশি যত্নশীল হয়ে উঠছিলাম। তোমাকে একটু ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে আমার তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। আমি নীরবে কান পেতে শুনতাম। তুমি কোনো শব্দ করছ কি না, নড়াচড়া করছ কি না। যখনই তুমি নড়ে উঠতে, আল্লাহর কসম, মনে হতো—আমি যেন তখনই মারা যাবো। প্রচণ্ড ব্যথায় আমি কুঁকড়ে উঠতাম। আমি যেন নিজের ভেতর নিজেই গুটিয়ে যেতাম। বিশ্বাস করো, মুখের ভেতর কাপড় গুঁজে সেই ব্যথা আমি কত শত বার নিজের ভেতরে চাপা দিয়ে দিয়েছি। কাউকে জানতেও দিইনি। কেন জানো? শুধু তোমার জন্য।

এরপর... একদিন সেই সময়টা এলো। সেই মাহেন্দ্রক্ষণ! সেদিন আমি এমন এক ব্যথা অনুভব করলাম—যা আমি এর আগে কখনো অনুভব করিনি। এমন এক ব্যথা—যার কারণে আমার মনে হচ্ছিল, আমি বুঝি মারাই যাব। ব্যথার পর ব্যথা! চাপের পর চাপ! সেকেন্ডের পর সেকেন্ড! মিনিটের পর মিনিট! আল্লাহর কসম, সেই সময়টাকে আমার সারা জীবনের মতো দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। সেই মৃত্যুসম যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম; বিশ্বাস করো, তখনোও একটি বারের জন্য আমি তোমাকে অভিশাপ দিইনি। এক মুহূর্তের জন্যও আমি তোমাকে দোষারোপ করিনি; বরং সে সময়েও আমি এক অন্যরকম আশা, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তোমাকে একটু ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছের কাছে জগতের সকল যন্ত্রণা, সকল ব্যথা যেন পরাজিত হয়ে গেল। অপরিসীম ভালোবাসা, আদর আর মায়াভর্তি এক হৃদয় নিয়ে আমি তোমার জন্য প্রহর গুনছিলাম।

অতঃপর তুমি পৃথিবীতে এলে। শপথ সেই সত্তার—যার হাতে আমার প্রাণ, তোমার চেহারা দেখামাত্রই সকল যন্ত্রণা, সকল দুঃখ-ব্যথা যেন নিমিষেই মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণ যে ব্যথা আমার কাছে মৃত্যুসম মনে হচ্ছিল, সেটা যেন কর্পূরের মতো কোথায় উবে গেল এবং আমার দু'চোখে ব্যথা আর যন্ত্রণার যে অশ্রু ছিল, মুহূর্তেই সেটা আনন্দের অশ্রুতে পরিণত হলো। যখন আমি তোমাকে ধরলাম এবং বুকে টেনে নিলাম, আমি হাসলাম আর বললাম,—'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা!' আল্লাহ্ আমাদের এক মহা আশীর্বাদ দান করেছেন। এক মহা নি'য়ামাত দান করেছেন।

প্রিয় সন্তান, এরপর সেই নির্ঘুম রাতগুলোর গল্প কি তুমি শুনবে না? তুমি জান, কেন সেই রাতগুলো আমার নির্ঘুম কেটেছিল? তোমার জন্যে। কারণ, আমি সহ্য করতে পারতাম না তোমার এতটুকু কান্নাও। তোমাকে কোলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কত রজনী আমি কাটিয়ে দিয়েছি—সে হিসেব আর নাইবা দিলাম তোমায়। দিনের বেলায় তোমার দেখাশোনা করে আমি এত ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, আমি এতই ভেঙে পড়তাম যে, মন না চাইতেই শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিতাম; কিন্তু যখনই তুমি আমার পাশ থেকে শব্দ করে উঠতে, আমি হুড়মুড় করে উঠে যেতাম। আমি দিগ্বিদিক শূন্য নয়নে তোমাকে খুঁজে নিতাম।

আস্তে আস্তে তুমি বড় হতে লাগলে। যখন তুমি হামাগুড়ি দিতে, আমি সেই দৃশ্য দেখে হেসে কুটি কুটি হতাম। যখন তুমি আমার আঙুল ধরে ধরে হাঁটতে শিখছিলে, তখন আমি মনের ভেতর কি যে এক পুলক অনুভব করতাম—তা তুমি বুঝবে না। এবং তারপর... তারপর এমন একটা দিন এলো—যা আমার জন্য সত্যিই কঠিন ছিল। এটা ছিল সেই দিন যেদিন তোমাকে প্রথম স্কুলে দিয়ে আসলাম। তোমাকে যখন স্কুলে রেখে আসছিলাম, তখন তুমি হাউমাউ করে কাঁদছিলে। এই প্রথম আমার চোখের আড়াল হলে তুমি। বিশ্বাস করো, তোমার সাথে সাথে আমিও সেদিন কেঁদেছিলাম; তবুও সেই কান্নাকে আমি বাস্তবতার উপর প্রাধান্য দিইনি। আমি জানতাম, এখানে তোমাকে পড়তেই হবে। কষ্ট হলেও থাকতেই হবে, এবং এটাই তোমার জন্য উত্তম। তোমার কল্যাণের কথা ভেবে আমি সেদিন আমার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলাম।

এরপর, বছরগুলো দ্রুতই কেটে গেল এবং তুমি সেই স্কুলে বড় হয়ে উঠলে। পড়াশোনা শেষে তুমি স্বনির্ভর হলে। নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে শিখলে। নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে শিখে গেলে।

এরপর... এরপর তোমার জীবনে এমন এক দিন এলো—যেদিন আমি তোমার জন্য অত্যন্ত আনন্দিত ছিলাম, আবার একইসাথে আমার প্রচুর দুঃখবোধও হচ্ছিল।

CamScanner

যখন তুমি বিয়ে করার মতো কাউকে খুঁজে পেলে, তোমার খুশি দেখে আমার কি যে আনন্দ হচ্ছিল—তা লিখে বোঝাতে পারবো না; কিন্তু বাবা, একইসাথে আমার অনেক খারাপও লাগছিল সেদিন। এই ভেবে, অল্প যে কয়েকটা জিনিস এতদিন আমি তোমার জন্য করতে ভালোবাসতাম, এখন থেকে সেগুলি অন্য কেউ তোমার জন্য করে দেবে। তবুও তোমাকে খুশি থাকতে দেখলে জগতে আমিই সবচেয়ে বেশি খুশি হই। তোমার আনন্দ, তোমার ভালোলাগা আমাকে অন্যরকম শিহরণ দেয়। আমি তোমার মা! তোমাকে আমি দশটা মাস গর্ভে ধারণ করেছি। এক মৃত্যুসম ব্যথা-যন্ত্রণা আর কষ্ট নিয়ে আমি তোমাকে দুনিয়ার আলো দেখিয়েছি। বুকের দুধ খাইয়ে তোমাকে বড় করেছি। সমস্ত বিপদের সময় তোমাকে বুকে আগলে রেখেছি। পরম যত্নে। পরম মমতায়।

কিন্তু বাবা, যখন তোমার কাছে নতুন কেউ এলো, যখন তুমি সঙ্গী হিসেবে নতুন কাউকে পেয়ে গেলে, আমি তোমার কাছে কেমন যেন অবহেলার বস্তু হয়ে গেলাম। ছোটবেলায় খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে যখন তুমি আমার কাছে আসতে, আমি আমার আঁচল দিয়ে তোমার চোখের জল মুছে দিতাম। বুকে জড়িয়ে ধরে ব্যথার জায়গায় মালিশ করে দিতাম। আজ যখন তুমি বড় হয়ে উঠলে, তোমার ব্যথার কথা তুমি আর আমাকে শোনাও না, কান্নাভেজা চোখে আমার কাছে ছুটে আসো না, আমাকে জড়িয়ে ধরে, আমার আঁচলে মুখ লুকাও না। তোমার আনন্দের খবরগুলোও আমি আর জানতে পারি না।

বাবা, ভেবো না আমি আজ অভিযোগের ঝুলি নিয়ে বসেছি। ওয়াল্লাহি, তোমার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি তোমার মা। পৃথিবীর কোনো মা-ই তার সন্তানের প্রতি অভিযোগ জমা রাখতে পারে না। আমিও পারিনি। শুধু চাই, তুমি ভালো থাকো। অনেক ভালো। শুভ কামনা তোমার জন্য।

CamScanner

সালেম!

আমার স্ত্রী যখন আমাদের প্রথম সন্তানের জন্ম দেয়, আমার বয়স তখন ত্রিশের কাছাকাছি। সেই রাতটির কথা আজও মনে আছে আমার।

প্রতিদিনের মতো ওই রাতটিও আমি আমার বন্ধুদের সাথে বাইরে কাটিয়েছি। এমনিতেই আমার সময়গুলো কাটত গল্পে, আড্ডায় এবং লোকজনকে উপহাস করে। মানুষকে হাসাতে পারার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল আমার। অন্যদের নিয়ে আমি নিয়মিত উপহাস করতাম, ঠাট্টা-মশকরা করতাম। আমার বন্ধুরা এসব দেখে শুধুই হাসত।

মানুষকে নকল করার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল আমার। যে কারও স্বর নকল করে তাকে উত্যক্ত করতে পারতাম আমি। আমার এই ঠাট্টা-মশকরা থেকে আশপাশের কেউই যেন রেহাই পাচ্ছিল না। এমনকি আমার বন্ধুরাও না। একপর্যায়ে আমার ঠাট্টা থেকে বাঁচার জন্য তাদের কেউ কেউ তখন আমাকে এড়িয়ে চলা শুরু করে।

আমার স্পষ্ট মনে আছে—সেই বিভীষিকাময় রাতটির কথা। মার্কেটের রাস্তার পাশে বসে ভিক্ষা করতে থাকা এক বৃদ্ধের সাথে করা সেই ঠাট্টার কথা। সেটা ছিল খুব শোচনীয় রকমের বাড়াবাড়ি! অন্ধ ভিক্ষুকটা যখন অন্ধকার রাস্তা ধরে আসছিল, আমি তখন মজা করে তার সামনে আমার পা বসিয়ে দিয়েছিলাম। আমার পায়ের সাথে লেগে ভিক্ষুকটি ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল এবং চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিল কে তাকে ল্যাঙ মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে; কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারল না।

CamScanner

আমি সেদিনও বাড়িতে ফিরলাম, সচরাচর যেরকম দেরি করে বাড়ি ফিরি। দেখলাম, আমার স্ত্রী আমার জন্য তখনো অপেক্ষা করছিল। তার অবস্থা ছিল ভয়াবহ রকম খারাপ। সে কাঁপা কাঁপা গলায় জানতে চাইল, 'রাশেদ, এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি?'

- 'কোথায় আর থাকব? মঙ্গলগ্রহে তো আর ছিলাম না। বন্ধুদের সাথেই ছিলাম'— আমি ব্যাঙ্গাত্মকভাবেই উত্তর দিলাম।

তাকে খুব বিমর্ষ লাগছিল। চেহারা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে আছে। সে কান্নাজড়িত গলায় বলল, 'রাশেদ, আমি খুবই ক্লান্ত। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার মনে হয়, একটু পরেই আমাদের সন্তান পৃথিবীতে আসতে যাচ্ছে।' কথাগুলো বলতেই একফোঁটা অশ্রু তার চোখ বেয়ে বুকে গড়িয়ে পড়ল।

তার এরকম খারাপ অবস্থা দেখে আমারও মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম, আমি তাকে অবহেলা করছি। আমার উচিত ছিল তার যত্ন নেওয়া। অন্তত সে যতদিন এই কঠিন মুহূর্তের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, ততদিন। এই দিনগুলো বাইরে নষ্ট করা আমার একদমই ঠিক হয়নি।

তাকে আমি দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে এলাম। নিয়ে আসার সাথে সাথে কর্মরত কিছু নার্স এসে তাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় আমি তার প্রচণ্ডরকম চিৎকার শুনতে পেলাম। ইতোপূর্বে এরকম অবস্থায় তাকে কখনোই দেখিনি আমি। আমি বুঝতে পারছি—তার খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে।

আজকে আমাদের প্রথম সন্তান পৃথিবীর আলো দেখবে। আমি ভীষণ উদ্বিগ্নতা নিয়ে আমাদের অনাগত সন্তানের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম; কিন্তু আমার স্ত্রীর ডেলিভারি কেইসটা খুব সহজ ছিল না। অপেক্ষা করতে করতে একটা সময় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আমার শরীর যেন ভেঙে আসে। হাসপাতালের বারান্দায় অপেক্ষার প্রহর গোনা আমার পক্ষে আর কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছিল না। যেসব নার্স আমার স্ত্রীর সেবায় নিয়োজিত, তাদের একজনকে আমার ফোন নাম্বার দিয়ে আমি বাসায় চলে এলাম। বলে এলাম—আমার সন্তানের সুসংবাদ যেন আমাকে সাথে সাথে জানানো হয়।

ঘন্টাখানিকের মধ্যেই, আমি আমার সন্তান সালেমের জন্মের সুসংবাদ পাই। তারা ফোন করে আমাকে আমার পুত্রসন্তানের জন্য অভিবাদন জানাল। আমি তাড়াতাড়ি করে হাসপাতালে চলে এলাম। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে দেখামাত্র বলল, 'আপনার

স্ত্রীর ডেলিভারি কেইসে যিনি দায়িত্বরত ছিলেন, আগে তার সাথে দেখা করে আসুন।'

কিন্তু আমার আর একটা মুহূর্তও দেরি করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তাই ডাক্তারের কথা একরকম অবজ্ঞা করেই বললাম, 'হোয়াট দ্য হেল ইজ দ্যাট? আমি এক্ষুনি আমার ছেলেকে দেখতে চাই।'

তারা শান্ত গলায় আবার বলল, 'দেখুন, অধৈর্য হবেন না। আপনি অবশ্যই আপনার সন্তানকে দেখতে পাবেন। তবে তার আগে ডাক্তারের সাথে একটু কথা বলুন।'

লোকগুলোকে আরও কিছু অশ্রাব্য কথা শোনাতে ইচ্ছে হলো; কিন্তু কী মনে করে যেন সবকিছু ভেতরে চাপা দিয়ে ডাক্তারের চেম্বারের উদ্দেশ্যে হাঁটা ধরলাম।

ডাক্তারের চেম্বারে এসে বসতেই তিনি আমাকে বললেন, 'আপনার স্ত্রীর ডেলিভারি কেইসটা ছিল অত্যন্ত জটিল। এরকম কেইস আমরা আমাদের মেডিকেল ক্যারিয়ারে খুব কম দেখেছি। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া করুন এজন্যই যে, তিনি সবকিছু ভালোভাবে শেষ করিয়েছেন; কিন্তু একটা সমস্যা আছে...'

ডাক্তারের 'কিন্তু' শব্দে আমার বুকের ভিতরে 'ধপ' করে উঠল। মনে হলো, কেউ যেন ভেতর থেকে জোরে ধাক্কা দিয়েছে। আমি দ্রুত বললাম, 'কী সমস্যা আমাকে খুলে বলুন।'

তিনি বললেন, 'আপনার সন্তানের চোখে সমস্যা আছে। সম্ভবত সে কখনোই চোখে দেখবে না।'

আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। আমি একজন অন্ধ সন্তানের বাবা—এটা যেন কোনোভাবেই আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। কোনোরকম কান্না চেপে মাথা নিচু করে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলাম। হঠাৎ আমার গতরাতের সেই অন্ধ ভিক্ষুকটার কথা মনে পড়ল, যাকে আমি রাস্তায় ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিলাম মজা করার জন্য। সুবহানাল্লাহ! আপনি সত্যি তাই ফেরত পাবেন, যা আপনি অন্যদের সাথে করবেন।

অন্ধ সন্তানের বাবা আমি? আমার প্রথম সন্তানটাই অন্ধ হয়ে জন্মাল? হায়!

হঠাৎ আমার স্ত্রী আর সদ্যজাত অন্ধ সন্তানটির কথা মনে পড়ল। ডাক্তারকে তার দয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার স্ত্রী আর সন্তানকে দেখার জন্য তাদের নিকট চলে গেলাম।

CamScanner